পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্থ সংস্থা :
১৯৬১ সালের রেজিস্ট্রেশন অব সোসাইটিজ অ্যাক্ট দ্বারা নিবন্ধীকৃত - রেজি: নং এস/আই এল/ ১৭৭২৬/২০০৩-04)

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচি শাখা

জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ নেতাজী সুভাষ রোড, 1j am, LmL¡a¡-700001

cl i¡o : (033)22318335/8729; টেলিফ্যাক্স : (০৩৩)২২৪২-8788 // C-মেল:isgp.wbsrda@gmail.com

fœ¡^ :1126(9)-BC.Hp.¢S.¢f.¢f/21¢f-1(¢f.Hj)/2 **a¡¢lM : 23/08/2012**

প্রেরক : সৌম্য পুরকায়েত
কর্মসুচি প্রবন্ধক, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ ও
পদাধিকারবলে উপ-সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন ¢hi¡N

f¡fL : জেলা সঞ্চালক, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসুচি
কুচবিহার/দক্ষিণ দিনাজপুর/বীরভূম/বাঁকুড়া/বর্ধমান/পশ্চিম মেদিনীপুর/পূর্ব মেদিনীপুর/হাওড়া/নদীয়া

¢hou : পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়নের কাঠামো সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও ভূমিকা

jq¡nu¡ / jq¡nu,

স্থানীয় সরকার হিসাবে এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গ্রাম f 'ায়েতের । অন্য দিকে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সুফলকে সুদৃঢ় করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি অন্যতম প্রধান বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখা আবশ্যক - (ক) পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন; এবং (খ) এলাকার পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ ।

গ্রাম পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে এলাকার সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে সঞ্চালনা করা প্রয়োজন । এর জন্য দরকার এলাকার সব থেকে দরিদ্র, সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল শ্রেণির মানুষের (যেমন - নারী, তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত) সক্ষমতা বাড়ানো, যাতে তারা নিজেদের সংগঠিত করতে পারেন এবং নিজেদের সমস্যা ও প্রয়োজনের কথা জোরালোভাবে বলতে, দাবি করতে ও আদায় করতে পারেন । দেখা গেছে, উন্নয়নের সুফল সাধারণভাবে এই সব প্রান্তিক মানুষদের কাছে সব থেকে দেরিতে পৌঁছায় বা পৌঁছায় না । তাই বহু অর্থ ব্যয় করার পরও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়ে যায় । এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতকে বাড়তি উদ্যোগ গ্রহণ করে এই সব পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়নের জন্য ভাবনা-চিন্তা করতে হবে ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচির আওতায় আপনার জেলা সহ মোট নয়টি জেলার নির্বাচিত ১০০০ গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে নিবিড় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে । এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো সম্বন্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল পদাধিকারী, সদস্য ও কর্মচারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং তারা যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত সকল কাজের জন্য এই কাঠামো অনুসরণ করেন তা সুনিশ্চিত LI¡I Se¡ও নিবিড় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে । এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে । কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়নের [Vulnerable Group Development] ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান অবস্থান ও আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা স্থির করার জন্য একটি কাঠামো এই পত্রের সঙ্গে সংযোজিত করা হল [**সংযোজনী ১**] । উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যাতে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি গ্রহণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাই ।

গ্রাম সংসদ সভা ও গ্রাম সভায় এই সকল মানুষ এবং বিশেষ করে মহিলারা যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের দাবিগুলি যথাযথ ভাবে তুলে ধরতে পারে তার উপযোগী পরিবেশ তৈরির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা । এর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের সংকলিত হিসাব সহ আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো যেতে পারে । গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনাতে এই দাবিগুলি সঠিক ভাবে যাতে প্রতিফলিত হয় তার জন্য এই সব পিছিয়ে পড়া মানুষদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন । অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই সব পিছিয়ে পড়া মানুষেরা নিজেদের দাবি যথাযথ ভাবে আদায় করতেও সক্ষম নয় । এক্ষেত্রে এক দিকে যেমন এদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন, তেমনি এই সকল মানুষদের প্রয়োজনগুলিও তথ্যের ভিত্তিতে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা দরকার ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন কোন এলাকায় পিছিয়ে পড়া (বিশেষ করে তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবা¡p£ h¡ pwMÉ¡mO সম্প্রদায়ভুক্ত) মানুষজন বসবাস করে তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন **[সংযোজনী ১-HI p¡l¢Z L]** । সারণি ক অনুসারে প্রত্যেক গ্রাম সংসদে মোট কত শতাংশ করে তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবাসী, সংখ্যালঘু এবং সহায় পরিবারের মানুষ বসবাস করে তা ¢Q¢q²a Ll¡ cIL¡l z HI f¡n¡f¡¢n JC গ্রাম সংসদে কতগুলি মহিলা প্রধান পরিবার (স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা বা একা) আছে এবং ষাটোর্দ্ধ পুরুষ ও মহিলা একা বসবাস করেন এমন পরিবারের সংখ্যা চিহ্নিত করা দরকার । এরপর সর্বমোট কত শতাংশ পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মানুষ ওই গ্রাম সংসদে বসবাস করে তা বের করতে হবে, যে তথ্য থেকে কোন কোন গ্রাম সংসদে পিছিয়ে পড়া পরিবারের বসবাস বেশি তা বোঝা যাবে । এরপর এই সকল এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা প্রদেয় বিভিন্ন পরিষেবার বর্তমান AhÙ¡ L£ILj a¡ S¡e¡l Se HL¢V Aen£me Ll¡ cIL¡l **[সংযোজনী ১-HI p¡l¢Z M]** z p¡l¢Z M-এ যে গ্রাম সংসদে সব থেকে বেশি পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন সেই গ্রাম সংসদকে সব থেকে উপরে রেখে তারপর এক এক করে ক্রমানুসারে অন্যান্য গ্রাম সংসদগুলিকে সাজাতে হবে । প্রাথমিক পর্যায়ে এই সারণিতে পরিষেবার মাত্র চারটি সূচকের (পানীয় জল, রাস্তা, নিকাশী ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিকাঠামো) ভিত্তিতে গ্রাম সংসদগুলির বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে । এরপর চলতি আর্থিক বছরের (২০১২-১৩) সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেটে ওই চারটি সূচকের আওতায় কোন গ্রাম সংসদে কী ধরনের কাজ ধরা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট ছকে উল্লেখ করতে হবে **[সংযোজনী ১-HI p¡l¢Z N]** z **BN¡j£ ৩১শে অক্টোবর ২০১২** তারিখের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করে এই কাজটি সম্পূর্ণ করতে হবে । প্রতিটি সারণির ক্ষেত্রেই কোন সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেল তা সংশ্লিষ্ট সারণির নীচে উল্লেখ করতে হবে ।

এই সারণি থেকে প্রতিটি গ্রাম সংসদের ক্ষেত্রে উন্নয়নের ঘাটতিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে । গ্রাম f'ায়েতের এই পর্যালোচনার ভিত্তিতে আগামী বছর (২০১৩-১৪) কোন গ্রাম সংসদে কী ধরনের কাজ করা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে হবে । গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতিগুলি যখন তার পরিকল্পনা রচনার কাজ করবে তখন এই মানচিত্রের ভিত্তিতে কাজের অগ্রাধিকার স্থির করবে । মনে রাখা প্রয়োজন সম্পদের সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষরা যে এলাকায় বসবাস করে সেই এলাকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।

এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বা প্রকল্পগুলিকেও চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরি যেখান থেকে এই সকল শ্রেণির মানুষদের উন্নয়নের জন্য কাজ করা সম্ভব । পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সামাজিক সহায়তা প্রকল্প আছে যেগুলি সম্বন্ধে মানুষকে জানানো এবং সহায়তাগুলি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও গ্রাম পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যেমন - জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, ইন্দিরা আবাস যোজনা ইত্যাদি । এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া দুর্বল শ্রেণির মানুষজন এই প্রকল্পগুলির সুফল যথাযথ ভাবে পাচ্ছেন কিনা তার তদারকি করা প্রয়োজন । এছাড়া অন্যান্য বিভাগীয় দপ্তরের যে সকল কর্মসূচি আছে (সমাজ কল্যাণ দপ্তর / মৎস্য দপ্তর / কৃষি দপ্তরের পেনশন প্রকল্প) সে সম্বন্ধে এলাকার মানুষকে জানানো এবং এর সুফল এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষজন গ্রহণ করতে পারছে কিনা তার তদারকি করাও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যতম দায়িত্ব । এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে । এর সাথে সাথে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত সকল কাজ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এলাকার মানুষকে জানানো এবং কাজের গুণগত মান তদারকির জন্য স্থানীয় মানুষকে যুক্ত করা প্রয়োজন ।

এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়ন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই কাঠামোটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায় । বর্তমান বছরে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা এই কাঠামো থেকে বোঝা যাবে । আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৩-১৪ সাল থেকে পরিকল্পনা রচনার সময় এই কাঠামো অনুসরণ করেই অগ্রাধিকার স্থির করতে হবে । প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত ১০০০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই কাঠামো অনুসরণ করার কাজ করা হচ্ছে । পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতেই এটি অনুসরণ করা হবে । এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা এবং নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যাতে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা সুনিশ্চিত করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাই । শুভেচ্ছা সহ,

এই নির্দেশিকাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রধান সচিবের অনুমোদন অনুসারে প্রকাশ করা qm z

B fe¡l ¢hnÙ,

সৌ.পু.

(সৌম্য পুরকায়েত)

fœ¡^ :1126(9)/1(1386)-BC.Hp.¢S.¢f.¢f/21¢f-1(¢f.Hj)/2 **a¡¢lM : 23/08/2012**

এই পত্রের প্রতিলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য দেওয়া হল :

1) pi¡¢df¢a, LÇ ¢hq¡l / c¢rZ ¢ce¡Sf l / h£l i j / h¡Ls¡ / hdj¡e / পশ্চিম মেদিনীপুর / পূর্ব মেদিনীপুর / q¡Js¡ / ec£u¡ জেলা f¢loc z

2) জেলা শাসক কুচ বিহার/দক্ষিণ দিনাজপুর/বীরভূম/বাঁকুড়া/বর্ধমান/পশ্চিম মেদিনীপুর/পূর্ব মেদিনীপুর/হাওড়া/নদীয়া ।

3) A¢a¢lš² ¢eh¡q£ B¢dL¡¢lL, LÇ বিহার / দক্ষিণ দিনাজপুর / বীরভূম / বাঁকুড়া / বর্ধমান / পূর্ব মেদিনীপুর / q¡Js¡ / ec£u¡ জেলা পরিষদ এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত), পশ্চিম মেদিনীপুর ।

4) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, LÇ ¢hq¡l / c¢rZ ¢ce¡Sf l / h£l i j / h¡Ls¡ / hdj¡e / f¢ÕQj মেদিনীপুর / পূর্ব মেদিনীপুর / q¡Js¡ / ec£u¡ z

5) সভাপতি, ... পঞ্চায়েত সমিতি ।

6) pj¢ø Eæue B¢dL¡¢lL, ... hL z

7) একান্ত সহায়ক, প্রধান সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।

8) fd¡e, ... গ্রাম পঞ্চায়েত ।

9) N¡X g¡Cm z

(সৌম্য পুরকায়েত)

pwcÇk¡Se¢ 1 [fœ¡^ :1126(9)-BC.Hp.¢S.¢f.¢f/21¢f-1(¢f.Hj)/2 a¡¢lM :23/08/2012]

পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়ন কাঠামো [Vulnerable Group Development Framework (VGDF)]

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম :
মোট জনসংখ্যা :
তফসিলী জাতিভুক্ত মোট জনসংখ্যা :
pwMÉ¡mO pÇfc¡u i¥š² মোট জনসংখ্যা :

a¡¢lM :
মোV f¢lh¡l pwMÉ¡ :
agসিলী আদিবাসীভুক্ত মোট জনসংখ্যা :
মোট সহায় পরিবার কয়টি :

সারণি ক : গ্রাম সংসদ ভিত্তিক পিছিয়ে পড়া পরিবারের জনসংখ্যা সংক্রা¿ abÉ								
গ্রাম সংসদের নাম	মোট SepwMÉ¡	মোট জনসংখ্যার মধ্যে তফসিলী S¡¢a I SepwMÉ¡ (na¡wn)	মোট জনসংখ্যার মধ্যে তফসিলী B¢ch¡p£ I SepwMÉ¡ (na¡wn)	মোট জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা (na¡wn)	মোট জনসংখ্যার মধ্যে সহায় পরিবারের জনসংখ্যা (na¡wn)	j¢qm¡ fd¡e f¢রবারের SepwMÉ¡ (na¡wn)	ষাটোর্দ্ধ পুরুষ ও j¢qm¡ HL¡ hph¡p করেন এমন পরিবারের জনসংখ্যা (na¡wn)	মোট পিছিয়ে fs¡ পরিবারের SepwMÉ¡ (na¡wn)

abÉpœ :

p¡l¢Z L অনুসারে সব থেকে বেশি পিছিয়ে পড়া পরিবার আছে এমন গ্রাম সংসদের নাম নীচের সারণি M-তে সবার উপরে লিখতে হবে । এরপর সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার বর্তমান অবস্থান কেমন সেই তথ্য উল্লেখ করতে হবে ।

সারণি খ : গ্রাম সংসদ ভিত্তিক কয়েকটি পরি₵oh¡l haj¡e AhÙ¡e pwœ²¡¿ abÉ

গ্রাম সংসদের নাম	মোট পিছিয়ে fs¡ পরিবারের SepwMÉ¡ (na¡wn)	পানীয় জলের ব্যবস্থা		l¡Ù¡	¢eL¡n£ hÉhÙ¡		সামাজিক পরিকাঠামো (প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজস্ব বাড়ি সহ f¡e£u Sল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকতে হবে)			AeÉ¡eÉ উল্লেখযোগ্য বিষয়
		মোট নলকূপের pwMÉ¡	পানীয় জলের জন্য ১০০ মিটারের দূরে গিয়ে জল আনতে হয় কয়টি পরিবারকে	সব ঋতুতে চলাচলের উপযোগী করার জন্য মোট কত কিমি রাস্তার প্রয়োজন (গলি সহ)	থাকলে কংক্রীটের LaV¡	L¡Q¡ LaV¡	A‰eJu¡¢s কে¾c	¢nö ¢n r¡ কে¾c	ü¡ÙÛ Ef-কে¾c	

abÉpœ :

p¡l¢Z M-এর মতোই সারণি গ-তে সব থেকে বেশি পিছিয়ে পড়া পরিবার আছে এমন গ্রাম সংসদের নাম নীচের সারণিতে সবার উপরে লিখতে হবে । এরপর কোন গ্রাম সংসদে জন্য চলতি আর্থিক বছরের সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেটে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের পরিষেবার প্রদান ব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য কী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেই তথ্য সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে ।

সারণি গ : গ্রাম সংসদ ভিত্তিক কয়েকটি পরিষেবা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পন¡u Nq£a LjpÈ¢Q pwœ²¡¿¹ abÉ

গ্রাম সংসদের e¡j	মোট পিছিয়ে fs¡ পরিবারের SepwMÉ¡ (na¡wn)	পানীয় জলের ব্যবস্থা		l¡Ù¹¡			¢eL¡n£ hÉhÙ¹¡		সামাজিক পরিকাঠামো Eæue (প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজস্ব বাড়ি সহ পানীয় Sল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকতে হবে)			অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ
		emLf pwú¡I	eae emLf / emh¡¢qa জলের ব্যবস্থা	pwú¡I / রক্ষণাবেক্ষণ	¢ej¡Z		L¡Q¡	f¡L¡	A‰eJu¡¢s কেন্দ্র	¢nö ¢n r¡ কেন্দ্র	ü¡ÙÛ Ef- কেন্দ্র	
					মোরাম / L¡Q¡	f¡L¡ / Y¡m¡C						

abÉpœ :